হিন্দু বলে শ্রীহরি যবনে বলে আল্লা।
দরবেশ ফকিরে যারে বলে যে হেলাল্লা।।
বৌদ্ধ যারে বুদ্ধ কহে খ্রীষ্টে বলে যীশু।
এই তিন নবরূপে উদ্ধারিতে বসু।।'
সাহেব আনিয়া দিল চেয়ার পাতিয়া।
ঠাকুরকে বলিলেন 'বৈঠহ আসিয়া।।'
ঠাকুর কহেন 'একি কহ অসম্ভব।
চেয়ারে কি বৈসে কভু ঠাকুর বৈষ্ণব।।'
সাহেব কহে 'ঠাকুর! যে ইচ্ছা তোমার।
যথা ইচ্ছা তথা বৈঠ হাম্ পরিহার।।
গান ক্ষান্ত দেহ কেন গাও গাও গাও।
নাচিয়া গাহিয়া সব মেরা পাস আও।।'
কামরার বাহিরেতে সকলে বসিয়া।
পদ ধরি কেহ কেহ উঠেছে নাচিয়া।।
নাচিয়া নাচিয়া করে হরি-সংকীর্ত্তন।
কেহ কেহ শিবনেত্রে ধরায় পতন।।
নাচে গায় দশরথ দিতেছে চীৎকার।
শিঙ্গাস্বরে বার বার করে হুহুঙ্কার।।
লোমকূপ কণ্ডু-লোম কন্টক আকার।
মস্তকে চৈতন্যশিখা উর্দ্ধ হয় তার।।
ক্ষণে ক্ষণে ধরাতলে পড়ে দশা হ'য়ে।
গোবিন্দ মতুয়া উঠে ফিকিয়ে ফিকিয়ে।।
শয়নে স্বপনে কিম্বা নিঃশ্বাসাদি ত্যাগে।
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম যার মুখে জাগে।।
সে বদন হরি হরি হরি বলে মুখে।
বিকারের রোগী যেন উঠে কালহিকে।।
কাঁদে আর নাচে গায় মাথা ঘুরাইয়ে।
ফিরিয়া ঘুরিয়া নাচে বিমুখ হইয়ে।।
উলটিয়ে মাথা নিয়ে পায়ের নিকটে।
সেইভাবে হরি বলি পাল্‌টিয়া উঠে।।
নাচিতে নাচিতে যায় কামরা ভিতর।
শতধারে চক্ষে বারি সাহেবের মা'র।।
কুবের বৈরাগী নাচে মুখ ফুলাইয়া।
অলাবুর পাত্র দেয় পেটে ঠেকাইয়া।।
গোপী যন্ত্র পরে অম্নি মারিয়া থাবড়।
নাচিতে নাচিতে যায় কামরা ভিতর।।
গোঁসাই গোলোক যেন বাণ বেড়াপাক।
ফিরে ঘুরে নাচে যেন কুম্ভকার চাক।।
দরবেশ বিশ্বনাথ চুল ছেড়ে দিয়ে।
উগ্রচণ্ডা নাচে যেন হাতে খাণ্ডা ল'য়ে।।
নাচিতে নাচিতে যায় পুলকে পূর্ণিত।
অনিমিষ রক্ত চক্ষু করয় ঘূর্ণিত।।
নেচে নেচে যায় সাহেবের মার ঠাঁই।
ফিরে ঘুরে নাচে যেন দিল্লীর সুবাই।।
নেচে নেচে লেংটী খ'সে হইল উলংগ।
মেম আছে কাছে তা'তে নাহি ভুরুভংগ।।
অশ্রুপূর্ণ নেত্র সাহেবের মা দেখিয়া।
সাহেবের স্কন্ধপরে বাহুখান দিয়া।।
বাম হস্ত সাহেবের গলায় গ্রন্থিক।
ডা'ন হাত তুলে বলে 'চেয়ে দেখ ডিক্।।
ইহারা নাচিছে সবে হ'য়ে জ্ঞানশূন্য।
বাহ্যজ্ঞান নাহি এরা রহিত চৈতন্য।।
একে রাজবংশ তুমি তা'তে জমিদার।
রাজা প্রজা এই ভয় থাকে তো প্রজার।।
আরো আমি বামা লোক আছি সম্মুখেতে।।
উলঙ্গ হইতে নারে বিকার থাকিতে।।
নির্ব্বিকার দেহ ঈশ্বরেতে প্রাণদান।
লজ্জা-ঘৃণা মরা-বাঁচা একই সমান।।
বেলা অপরাহ্ন হ'ল যেতে কহ দেশে।
এইসব সাধুদিগে পাষণ্ডেরা দোষে।।
অধীনস্থ মধ্যাগাতী তুমি হও রাজা।
পাষণ্ড প্রজাকে এনে তুমি দেও সাজা।।